ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

SEP. 05 2002

শিক্ষক সংকট ☐ চূড়ান্ত হওয়ার পরও ২ শিক্ষকের নিয়োগ কার্যকর হচ্ছে না

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ কি বন্ধ হয়ে যাবে?

কাগজ প্রতিবেদক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত ও নাট্যতত্ত্ব (মিউজিক এন্ড ড্রামাটিক্স) বিভাগের নাট্যকলা শাখা শিক্ষকের অভাবে অচল হয়ে পড়েছে। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এই বিষয়ে ভর্তি হওয়া ২৪ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। শিক্ষক না থাকায় নাট্যকলার শিক্ষার্থীরা হতাশ। তারা বার বার বিভাগীয় প্রধানের কাছে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু মিউজিক এন্ড ড্রামাটিক্সের চেয়ারম্যান সফিকুন্নবী সামাদীও শিক্ষক সংকট সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে রহস্যজনক কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাই বোর্ড ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চূড়ান্ত হওয়া ২ শিক্ষকের নিয়োগ কার্যকর না করে বিভাগটি বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। অথচ এই মিউজিক এন্ড ড্রামাটিক্স বিভাগটি দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই দুবছর আগে খোলা হয়েছিল। ২০০০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মিউজিক এন্ড ড্রামাটিক্স বিভাগের সকল কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রথমে অন্য বিভাগ থেকে শিক্ষক এনে বিভাগটি চালু করা হয়। এ বিভাগটি দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি নাট্যকলা, অন্যটি সঙ্গীত শাখা। এর মধ্যে নাট্যকলাকেই মূল বিষয় হিসেবে বিভাগটি যাত্রা শুরু করে। তবে সঙ্গীত শাখায় মাত্র দুজন স্থায়ী শিক্ষক নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল।

এখন পর্যন্ত নাট্যকলা শাখায় কোনো অস্থায়ী শিক্ষক নেই। তবে বিভাগ খোলার সময় জরুরি ভিত্তিতে নাট্যকলা শাখার জন্য একজনকে অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী সময়ে দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞাপন দিয়ে সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে সিলেকশন দেওয়া হয় ফরহাদ-উজ-জামানকে (অস্থায়ী

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও

● শেষের পাতার পর

শিক্ষক হিসেবে যিনি ছিলেন) এবং নতুনভাবে সিলেকশন দেওয়া হয় আরিফ হায়দারকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন সিন্ডিকেট অনুমোদিত দুশিক্ষকের মধ্যে ফরহাদ-উজ-জামানের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অপরদিকে রহস্যজনক কারণে আরিফ হায়দারের নিয়োগও কর্তৃপক্ষ কার্যকর করেননি। অথচ এই ফরহাদ-উজ-জামানকে নিয়েই শুরু হয়েছিল নাট্যকলা বিভাগ। দীর্ঘ ২ বছর পর তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাও রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৮তম সিন্ডিকেটের সভায় এটিএম ফরহাদ-উজ-জামান ও আরিফ হায়দার নামে দুজনকে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন সিন্ডিকে, অনুমোদিত নিয়োগ কার্যকর না করে নানা অজুহাতে নিয়োগ দিতে গড়িমসি করছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে বিজ্ঞাপন, সিলেকশন বোর্ড ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেওয়া হলেও নিয়োগ কার্যকর হচ্ছে না। ওদিকে ঐ দুশিক্ষকের নিয়োগের বিষয়টি পুনরায় সিন্ডিকেটে 'রেফারব্যাক' করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে, যা নজিরবিহীন। উল্লেখ্য, এই সিন্ডিকেটের মুলতবি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বর্তমানের উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকী নিজেই।

কিন্তু সিন্ডিকেটে অনুমোদিত কোনো বিষয় পুনরায় সিন্ডিকেটে নেওয়ার বিধান বা নজির নেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে ফরহাদ-উজ-জামান বিভাগ চালু হওয়ার সময় এডহক ভিত্তিক প্রভাষক পদে যোগদান করেন। প্রভাষক পদে স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ড ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন থাকলেও বর্তমান প্রশাসন তা কার্যকর করছে না। এছাড়া তার তৃতীয় দফায় এডহক নিয়োগের মেয়াদ ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যায়। সভাপতি এডহক নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে সুপারিশসহ উপাচার্যের কাছে যথাসময়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু উপাচার্য ফরহাদ-উজ-জামানের ভারতের ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (এনএসডি) থেকে অর্জিত তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাটি এমএ সমমানের কিনা তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ-এর সমমান কমিটি এবং ভারত সরকার তিন বছর মেয়াদি এ ডিপ্লোমাটির অগ্রগণ্যতার উল্লেখসহ যারা বিএ ডিগ্রির পর এ ডিগ্রি অর্জন করেছে তাদের ক্ষেত্রে এমএ ডিগ্রি বিবেচিত হবে বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যা ফরহাদের আছে। উপরন্তু এই ডিপ্লোমাধারীদেরকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নিয়োগদান ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এমন একটা অবস্থায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন শিক্ষক বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগ্যতার কথা তুলে নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগটি বন্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। দুটি শিক্ষাবর্ষে (নাট্যকলা ও সঙ্গীত উভয় শাখায়) মোট শিক্ষার্থী রয়েছে ৪৪ জন। শিক্ষকের অভাবে নাট্যকলা শাখার ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম তিন মাস ধরে বন্ধ রয়েছে যাতে নাট্যকলা বিভাগের ২৪ জন ছাত্রছাত্রীর জীবন এক অনিশ্চয়তার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদী শিক্ষক স্বল্পতাজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে জানান, প্রপারলি বিজ্ঞাপন, সিলেকশন বোর্ড হয়ে সিন্ডিকেট যোগ্যতার ভিত্তিতেই শিক্ষকদের সিলেকশন দিয়েছে। এ বিষয়টি অন্য আরো ১০টি বিষয়ের মতো নয়। পারফরমেন্সের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বিজ্ঞাপনে বলা ছিল এবং সেই ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও সিন্ডিকেটের অনুমোদিত শিক্ষকদ্বয় ভারতের শ্রেষ্ঠ দুটি বিদ্যাপীঠ একটি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অন্যটি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার ছাত্র। কাজেই যোগ্য পারফরমেন্স বিবেচনা করেই সিন্ডিকেট নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে। সিলেকশন বোর্ড ও সিন্ডিকেটের অনুমোদিত বিষয়কে ঠেকানোর কোনো অধিকার নেই উপাচার্যের।